দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 3 JUL 2017
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ ও কিছু কথা

বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি তথা এমপিওভুক্ত। একই যোগ্যতা ও অভিন্ন সিলেবাস হওয়া সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীরা আজ বিরাট বৈষম্যের শিকার। যার বাস্তব উদাহরণ হলো বৈশাখীভাতা ও ৫ শতাংশ হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি না পাওয়া। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া এক হাজার টাকা ও চিকিৎসাভাতা মাত্র পাঁচ শ টাকা, যা বর্তমান যুগ অনুযায়ী একেবারেই বেমানান। যদিও এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি স্কেলে বেতন পান। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে সব ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি। ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করেন। কয়েক দশক পর দেশের সব বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় কয়েকটি ধাপে জাতীয়করণ হয়। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক পরিবর্তন এসেছে।

এখন সময় হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের। অনেকের মতে, মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ হলে শিক্ষার মান কমে যাবে। ধারণাটি একেবারেই ঠিক নয়। প্রাথমিক শিক্ষা ঢালাওভাবে জাতীয়করণের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মান কমেনি; বরং বেড়েছে। মাধ্যমিক স্তর জাতীয়করণ হলে শিক্ষাব্যবস্থায় আর কোনো বৈষম্য থাকবে না। এর ফলে শিক্ষকদের প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। অতএব, বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের কাছে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের প্রত্যাশা করছি।

মো. মোশতাক মেহেদী
সহকারী শিক্ষক, বুজরুক বাঁখই মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
কুমারখালী, কুষ্টিয়া

কলেজিয়েট স্কুল বা উচ্চ বিদ্যালয় নামকরণ প্রসঙ্গে

বেশ ক'টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে 'কলেজিয়েট স্কুল' বা 'কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ'। এ ধরনের নামকরণে প্রথমটি সঠিক, দ্বিতীয়টি ভুল। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে 'কলেজিয়েট' শব্দটির বাংলা অর্থ করা হয়েছে 'কলেজ সম্বন্ধীয় বা কলেজ সাদৃশ্য বা কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।' এখন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি স্কুল স্তরের সঙ্গে কলেজ স্তরটি যুক্ত করে তখন এর নামকরণ 'কলেজিয়েট স্কুল' বা 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ' করলে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 'কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ' এই নামকরণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বোর্ড এই নামেই প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন দিয়েছেন। অথচ ঐ নামকরণের ফলে কলেজ শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের সমাজে এ ধরনের আরো অনেক ভুল শব্দ আমরা চয়ন করি। যেমন রেইনট্রি গাছ, সোনার গোল্ড মেডেল ইত্যাদি। তবে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ভুল নামকরণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

এছাড়া বাংলাদেশে শিক্ষার স্তর প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এই চারটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর, একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এবং পরে উচ্চ শিক্ষা। এখন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত চালু থাকে তবে এর নামকরণ করা যায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি যুক্ত থাকলে এর নামকরণ করা যায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ 'উচ্চ' শব্দটি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু দেখা যায় যে, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সবক'টি বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে উচ্চ বিদ্যালয়, ইংরেজিতে হাই স্কুল। অথচ এগুলোর নামকরণ করা উচিত ছিল সেকেন্ডারি স্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আমরা যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বোর্ড চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেই, এতে দেখা যায় দশম শ্রেণি পর্যন্ত বোর্ড চূড়ান্ত পরীক্ষার নাম এসএসসি বা সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড চূড়ান্ত পরীক্ষাটির নাম এইচএসসি বা হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা। আমাদের বোর্ডগুলোর নামও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামকরণের সময় শিক্ষা স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করা উচিত।

মো. গোলাম মোস্তফা
অধ্যক্ষ, রাজুর বাজার কলেজিয়েট স্কুল,
নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা